দৈনিক সংবাদ

তারিখ ··· AUG -2 - 1999 ··· ···
পৃঃ ৫ কলাম ৭

অ তি থি ক লা ম

জনপ্রশাসন সংস্কারে জনগণের অংশগ্রহণ

আতিউর রহমান

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ঝেড়ে ফেলে প্রযুক্তি, বিকেন্দ্রায়ন, মেধা ও সহমর্মিতার সমন্বয় ঘটিয়ে অনেক দেশই তার নাগরিকদের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ উপহার দিতে অনেকাংশেই সক্ষম হয়েছে। এসব দেশে দারিদ্র্যের দুঃসহ বোঝা কমে এসেছে। তারা এরই মধ্যে আগামী দিনের শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে শুরু করেছে। আমরা কি এই জাগ্রত এশিয়ার এক ঘুমন্ত বাসিন্দার মর্যাদা নিয়ে তার পেছনের আঙ্গিনাতেই পড়ে থাকতে চাই? যদি তা না চাই তাহলে প্রথমেই জনপ্রশাসনের খোল নলচে অবশ্যি বদলাতে হবে।

"সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"।
— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২১(২) অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১১

"খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে— যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে।"
— রবীন্দ্রনাথ, রর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৭

নয়া শতাব্দী ও নয়া 'মিলেনিয়াম' দুইই দরজায় কড়া নাড়ছে। একুশ শতকের বাংলাদেশ কেমন হবে সে চিন্তার সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে। আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য এক বাংলাদেশ রেখে যেতে চাইলে আমাদের আরো আগেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সুশানের কৌশল নির্ধারণ করা উচিত ছিল। নিদেনপক্ষে আগামী শতকের প্রথম দুই বা আড়াই দশক শেষে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে কি পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে চাই তার কিছু সূচকভিত্তিক পরিকল্পনা থাকা চাই। নিত্যদিনের আত্মখণ্ডন, আত্মহনন ও বিচ্ছিন্নকরণের শিকার বর্তমান বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ একেবারে ঝরঝরে একথা মানতেও যেমন মন চায় না, আবার ক্রমবর্ধমান এক বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এক সম্ভাবনাময় উন্নত দেশ বিনির্মাণের প্রস্তুতি এরই মধ্যে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি সে ভরসার কথাও জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তার মানে আমরা জাতি হিসেবে বর্তমানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং অদূর ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাইছি সে চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতার জন্যে বহুলাংশে আমরা জনপ্রশাসনের ব্যর্থতাকে দায়ী করতে পারি। আমাদের দেশের কর্মঠ কৃষক এবং সৃজনশীল ক্ষুদে উদ্যোক্তারা কিন্তু ব্যর্থ নন। বরং শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গত পঁচিশ বছরে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করেছেন বাংলাদেশের কৃষক। সামান্য ঋণ নিয়ে টুকটাক ব্যবসা, বাণিজ্য ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করে আবার কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দিয়েছেন আমাদের দেশের ক্ষুদে উদ্যোক্তারা। এদের সিংহভাগই আবার গরিব মানুষ। অথচ ধনী ও ক্ষমতাবানেরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আর ফেরত না দিয়ে পুরো আর্থিক ব্যবস্থাকে এক চরম ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

এই বাস্তবতায় আমরা এমন এক জনপ্রশাসন ব্যবস্থার প্রত্যাশা করছি যার মাধ্যমে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন দুইই সম্ভব। যদি 'যেমন চলছি তেমন চলি' তবে একুশ শতকের প্রথম কোয়ার্টারেই জনসংখ্যা বিশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বিপুলসংখ্যক এই মানুষের ভালভাবে বাঁচার জন্য যে সামাজিক সেবার প্রয়োজন হবে তা ঘুণে ধরা পুরনো জনপ্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। উৎপাদনশীল একটি অর্থনীতিকে চালু রাখতে এবং সকল মানুষের ন্যূনতম সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে যে দক্ষ ও আধুনিক জনপ্রশাসন ব্যবস্থার দরকার তার রূপরেখাটিও আমরা এখন পর্যন্ত সর্বসাধারণের মতামত নিয়ে নির্ধারণ করে উঠতে পারিনি।

ঔপনিবেশিক ধারার আমলাতন্ত্রের ঘাড়ে শত দোষ চাপিয়ে আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি, কিন্তু বিপুল এই জনগোষ্ঠীর নানা মাত্রার পছন্দ, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের দাবি মেটানোর মত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে কি বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সে প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে।

একথা ঠিক, আমরা প্রতিদিনের জীবন চলায় না হলেও প্রথাসিদ্ধ কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছি। পত্রপত্রিকা স্বাধীন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাময়িক স্বস্তি আনে মানুষের জীবনে। নির্বাচনকে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ও ক্রটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করে এই সাময়িক সরকার। কিন্তু তার বেশি নয়। নির্বাচনশেষে আবার পুরনো ধাঁচেই দেশ চলে। মানুষ আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সুবিচার ও সুনীতিসহ ন্যূনতম অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার বঞ্চিত মানুষ আবার বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে থাকেন আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য। অথচ আমাদেরই এশিয়ার অনেক দেশ আগামী শতকের প্রথম দিকেই উন্নত দেশের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ঝেড়ে ফেলে প্রযুক্তি, বিকেন্দ্রায়ন, মেধা ও সহমর্মিতার সমন্বয় ঘটিয়ে অনেক দেশই তার নাগরিকদের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ উপহার দিতে অনেকাংশেই সক্ষম হয়েছে। এসব দেশে দারিদ্র্যের দুঃসহ বোঝা কমে এসেছে। তারা এরই মধ্যে আগামী দিনের শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে শুরু করেছে। আমরা কি এই জাগ্রত এশিয়ার এক ঘুমন্ত বাসিন্দার মর্যাদা নিয়ে তার পেছনের আঙ্গিনাতেই পড়ে থাকতে চাই? যদি তা না চাই তাহলে প্রথমেই জনপ্রশাসনের খোল নলচে অবশ্যি বদলাতে হবে। আর এই পরিবর্তনের ধারাটি হতে হবে সম্পূর্ণভাবে সবলভাবে, সচলভাবে, সজ্ঞানভাবে আমাদের একান্তই নিজস্ব। কেননা সমাজের ভেতর থেকে যদি পরিবর্তনের তাগিদ না আসে তা গিয়ে ঠেকে বিকারে। বড়জোর বিশ্লেষণে। আমরা যদি যথেষ্ট সচেতন না হই তবে বাইরে থেকে যে পরিবর্তনের ধারা আমাদের ঘাড়ে এসে চাপবে তাতে সমাজের সকল সন্ধি বরং শিথিল হবে। বিশৃংখলা আরো বাড়বে। দাতাদের পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন সংস্কারের যে তাগিদ আসছে তাকে যদি আমরা আমাদের নিজস্ব তাগিদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না করতে পারি তাহলে পরিণতি তেমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

সে জন্যেই আমাদের অনুকূলে যদি পরিবর্তন আনতে চাই তাহলে আমাদেরই আগে সচেষ্ট হতে হবে। ধ্যান করতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে। অতীতের মানসী শক্তির সঙ্গে বর্তমানের মর্ন ও মননের যোগ করতে হবে। অনেকের ভাবনার সম্মিলন ঘটাতে হবে। 'অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড় হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনি বড় হইয়া উঠিতে পারে' (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, 'সমবায় নীতি', পৃঃ ৩১৪)।

এ কথাটি যদি মানি তবেই আমরা জনপ্রশাসন সংস্কারের মৌলিক সূত্রগুলো খুঁজে পাবো। আমার বিশ্বাস এরকম কিছু ভাবনাচিন্তা জনসংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনে ছিল বলেই তারা এডাবকে অনুরোধ করেছিলেন এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের মতামত সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য। তিনটি বিভাগের তিনটি জেলা ও নটি থানায় পনেরটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার মাধ্যমে নানা পেশা ও শ্রেণীর ৬৭১ জন মানুষের মতামত এডাব সংগ্রহ করেছে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনা যায় কিভাবে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করতে পারে কি ধরনের প্রশাসন, জনসেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নে, নারীসহ সুবিধে-বঞ্চিতদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে, পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যক্রম বন্ধ করে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে পারে তেমন প্রশাসন ব্যবস্থা অর্জনের উপায় কি- এমন ধারার নানা প্রশ্ন ও তাগিদ নিয়ে এসব কর্মশালায় বিস্তারিত আলাপ হয়েছে। সেইসব আলাপের কিছু কিছু অংশ আমরা আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই।

ক. সমস্যা

১. **স্বচ্ছতা ঃ** সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের ধরন সম্বন্ধে জনগণের ধারণা নেই। তারা জনগণকে তথ্য দিতে চান না। তারা যে যথেষ্ট দায়িত্ববান, দলনিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ জনগণ তা মানতে চান না।

২. **জবাবদিহিতা ঃ** প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তারা দরিদ্র মানুষদের মর্যাদাবান মানুষ বলেই মনে করেন না। জনগণের সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে সে নীতিমালাও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, তারা নির্বাচিত মহিলা ইউপি সদস্যদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চান না।

৩. **গতিশীলতা ঃ** সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বেশিরভাগ নীতিও বদলে যায়। আন্তঃবিভাগ সমন্বয়ের অভাব। সিবিএ, ট্রেড ইউনিয়নের চাপে প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্মপ্রেরণার অভাব। দ্রুত সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি।

(চলবে)